

গুনাহ ও তওবা

মাসুম আবদুল্লাহ

ইলহাম
পরিণত পরিচয় পাবেন

إلهي عبدك العاصي أتاك
مقرا بالذنوب وقد دعاك
فإن تغفر فأنت أهل لذاك
وإن تأخذ فمن نرجو سواك^১

*** *** ***

দুয়ারে তোমার হাজির প্রভু!
বান্দা গুনাহগার,
করছে স্বীকার সব অপরাধ
ডাকছে তোমায় এবার—

করো যদি ক্ষমা প্রভু!
সে তো তোমারই শান,
পাকড়াও যদি করো তব
কোথায় পাব অন্য দয়াবান?

১ দুরুসুন লিখ্-শায়খ মাহমুদুল হাসান আদদুদ, খণ্ড : ৪৬, পৃষ্ঠা : ৮, মুখতাসারুল মায়ানি,
খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০, মাকতাবায়ে শামেলাহ-(আল মাসদারুস সালিস) তৃতীয় ভার্শন

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এক অগ্রজ বন্ধুবরের হাত থেকে একটি উর্দু কিতাবের অংশবিশেষ নিয়েছিলাম। কিতাবটি ছেঁড়া-ফাড়া ছিল। মলাট ও ইনার পেইজ কিছুই ছিল না। কিতাবটির কোথাও তার নামও লেখা ছিল না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার নাম জানতে পারিনি। বন্ধুবরের উৎসাহে এ কিতাবটির অনুবাদও করেছিলাম। আমাদের এই গ্রন্থটি সে কাজেরই চিলতে ছোঁয়া।

সেখানকার কিছু বিষয় আমাকে নাড়া দিয়েছিল। আমি তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—এগুলো থেকে মূল উপাদান গ্রহণ করে বিষয়বস্তুকে আরও সমৃদ্ধ করে নিজের মতো সাজিয়ে ‘গুনাহ ও তওবা’ নামে সারগর্ভময় স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ পাঠকেরে খেদমতে পেশ করব—ইনশাআল্লাহ! মূলত সে সৎসংকল্পেরই বাস্তবায়ন এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বইটি সুন্দর সমৃদ্ধিশীল ও তথ্যবহুল করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। নির্ভুল রাখতে চেষ্টার ক্রটি করিনি। তবু নিজের দুর্বলতা ও দীনতার অনুভূতি তো আছেই!

এ ক্ষুদ্র প্রয়াস দ্বারা যদি কোনো পাঠক এতটুকু উপকৃত হন। কেউ যদি এর অসিলায় একটি গুনাহও ছেড়ে দেয় কিংবা একজনও তওবা করতে উদ্বুদ্ধ হয়—তবে আমরা সার্থক। এর সঙ্গে যেকোনোভাবে জড়িত ব্যক্তির সর্বাই সমানভাবে সফল।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের গুনাহ মুক্ত জীবন দান করুন এবং অতীত গুনাহের মকবুল তওবা করার তৌফিক দান করুন! আমিন!

মাসুম আবদুল্লাহ
রামপুরা-বনশ্রী, ঢাকা

পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা

মানুষ গুনাহ করে—কিন্তু কেন করে? গুনাহের পরিচয়-বিবরণ ও স্তরবিন্যাস কী? গুনাহের ক্ষতি কী? গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় কী? তওবা বলতে কী বুঝায়? তওবার শর্তগুলো কী? তওবার নিয়ম কী? তওবা করার উত্তম সময় কখন? তওবার গুরুত্ব ও ফজিলত কী? তওবার ঐতিহাসিক ভিত্তি ও দলিল কী?

একজন সচেতন মুসলমানের মনে এ জাতীয় প্রশ্ন স্বভাবতই উঁকি দেয়। আমরা আপনার মতো হাজারো মুসলমানের মনের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই বইয়ে। কুরআন-সুন্নাহ ও দলিলভিত্তিক উত্তর পেশ করেছি আলহামদুলিল্লাহ।

বইটি পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ায় তার পরিমার্জিত সংস্করণ পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করি এ সংস্করণটি আগের চেয়ে বেশি উপকারী প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

বইটি পাঠকের উপকারে আসছে—জেনে মহান রবের দরবার বরাবর সেজদাবনত হই। মন থেকে শোকর আদায় করি—আলহামদুলিল্লাহ।

বইটির বানান ও ভাষাগত প্রমাদ মুক্ত করে দিয়ে স্বর্ণের অক্টোপাসে আবদ্ধ করেছেন—লেখক-সম্পাদক ও প্রকাশক, সুহৃদ মাওলানা মুঈনুদ্দীন আহমাদ গালিব ভাই।

সমৃদ্ধ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে—‘ইলহাম’ থেকে। দোয়া করি—আল্লাহ তায়ালা এ সংস্করণের সহযোগী প্রত্যেককে দ্বীনের জন্য কবুল করুন।

আল্লাহ তায়ালা পুরো উম্মতে মুসলিমাকে গুনাহ ও পাপমুক্ত জীবন দান করুন এবং অতীত গুনাহের মকবুল তওবা নসিব করুন! আমিন!

মাসুম আবদুল্লাহ

০৮ জানুয়ারি, ২০২৩

বনশ্রী, ঢাকা

সূচিপত্র

গুনাহ ও তওবা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ১৭

গুনাহ করলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে ১৭

গুনাহ বর্জন করতে আল্লাহ আদেশ করেছেন ১৭

সব গুনাহই হারাম ও নিষিদ্ধ ১৮

গুনাহ ক্ষমা করা ও দয়া করা মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য ১৮

গুনাহ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তওবা করা উচিত ১৯

গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর নিজেকে গুধরে নেয়ার লাভ ১৯

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন ১৯

তওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেন ২০

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া ২০

আল্লাহ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে দেবেন ২০

আল্লাহ অতিশয় তওবা গ্রহণকারী ২০

আল্লাহ অবশ্যই তওবা কবুল করবেন ২১

আল্লাহ বান্দাদের তওবা ও দান কবুল করেন ২১

আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ২১

গুনাহ ও তওবা সম্পর্কে হাদিস শরিফের ঘোষণা ২২

গুনাহে লিপ্ত অবস্থায় বান্দা ঈমানহারা হয়ে যায় ২২

তওবাকারীর কোনো গুনাহ থাকে না ২২

আল্লাহ তায়ালা তওবাকারীকে ভালোবাসেন ২৩

বারবার তওবা ভঙ্গ করলেও আল্লাহ মাফ করেন ২৩

সবাই গুনাহগার তবে উত্তম হলো যে তওবা করে ২৪

গুনাহ আসমান পর্যন্ত হলেও তওবা কবুল হবে ২৪

গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত : অনুশোচনা ২৫

তওবাকারীর তওবা শুনে আল্লাহ ভীষণ খুশি হন ২৫

গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন ২৬

খাঁটি তওবা জীবনের সব গুনাহ নিঃশেষ করে দেয় ২৭

গুনাহের পরিচয় ২৮

গুনাহ থেকে বাঁচতে ইলমের প্রয়োজনীয়তা ২৯

গুনাহের প্রকারভেদ ও স্তরবিন্যাস ২৯

কুফুরি গুনাহ ৩০

শিরকি গুনাহ ৩১

বেদাতি গুনাহ ৩২

কবির গুনাহ ৩৩

সগির গুনাহ ৩৬

সকল গুনাহই বর্জনীয় ৩৯

যেসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে সব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায় ৪০

গুনাহের পরিণতি ৪৪

গুনাহের ক্ষতিসমূহ ৪৫

গুনাহে অস্থিরতা রয়েছে ৫৭

গুনাহের কারণে দুনিয়া জাহান্নামে পরিণত হয়ে যায় ৫৭

গুনাহের দুর্গন্ধ ৫৮

গুনাহের প্রভাব পরিবারের লোকদের ওপরও পড়ে ৫৯

আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে গুনাহ প্রকাশ পেয়ে যায় ৬২

যে গুনাহ বর্জন করে সেই অলি ৬৩

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাই অধিক কাম্য ৬৪

গুনাহ সংঘটিত হবার কারণ ও তার প্রতিকার ৬৭

গুনাহ থেকে বাঁচার সহজ উপায় ৬৯

কয়েকটি মৌলিক গুনাহ ও তা ছাড়ার সহজ উপায় ৭১

দুনিয়ার মহব্বত ও মোহ থেকে বেঁচে থাকার উপায় ৭২

কৃপণতা ছাড়ার সহজ উপায় ৭৩

অহংকার থেকে মুক্তি লাভের সহজ উপায় ৭৪

আত্মগর্ব থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় ৭৫

রাগগোষ্মা ছাড়ার সহজ উপায় ৭৬

হিংসা মুক্ত থাকার সহজ উপায় ৭৭

কুধারণা থেকে বেঁচে থাকার সহজ উপায় ৭৮

অবৈধ সম্পর্ক ছিন্ন করার সহজ উপায় ৭৯

গান-বাদ্য শোনার বদঅভ্যাস ছাড়ার উপায় ৮১

সিনেমা ও ফিল্ম দেখার বদঅভ্যাস ছাড়ার উপায় ৮২

নেশা ছাড়ার উপায় ৮৩

ব্যভিচার থেকে বাঁচতে যা যা করণীয় ৮৪

বদনজর পরিহার করার উপায় ৮৬

গিবতের বদঅভ্যাস থেকে বেঁচে থাকার উপায় ৮৭

কারো গিবত শোনার পর যা যা করতে হবে ৮৮

মিথ্যা বলার বদঅভ্যাস ছাড়ার উপায় ৮৯

গুনাহ থেকে বাঁচতে কিছু পরামর্শ ৯০

গুনাহ থেকে বাঁচার একটি বিশেষ আমল ৯২

বান্দা গুনাহ থেকে বাঁচতে চাইলে আল্লাহ কুদরতিভাবে বাঁচার ব্যবস্থা করে দেন ৯৪

গুনাহের চার সাক্ষী ৯৭

নজরের হেফাজত করুন ১০০

নজরের হেফাজতের সুফল ১০২

ছোট ছোট গুনাহও বর্জন করতে হবে ১০৩

সাধারণ গুনাহের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা উচিত ১০৭

চড়ুই পাখির বন্ধুত্ব রক্ষা ১০৮

কুকুরের বিশ্বস্ততা ১০৮

শয়তানের অভিজ্ঞতার নির্যাস ১১০

ব্যভিচার না করায় স্বপ্নযোগে সুসংবাদ ১১২

ব্যভিচার না করায় মেশকাম্বরের সুঘাণ ১১৩

তওবা কী ও কেন? ১১৫

তওবা ও ইস্তেগফার ১১৫

তওবার উপকারিতা ও লাভ ১১৬

তওবা করার নিয়ম-পদ্ধতি ১২৬

তওবা করার উত্তম সময় ১২৭

কুরআনে বর্ণিত তওবা ও ইস্তেগফারের দোয়াসমূহ ১২৯

হাদিস শরিফে বর্ণিত তওবা ও ইস্তেগফারের দোয়াসমূহ ১৩৫

গুনাহ স্বীকার করে নেয়া থেকেই তওবার সূচনা ১৪৬

তওবার জন্য মোট পাঁচটি কাজ করতে হয় ১৪৮

গুনাহ ও তওবা : ঈমান জাগানিয়া ঘটনাবলি ১৫০

মন থেকে তওবা করলে গুনাহও নেকিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় ১৫০

গোপন গুনাহের তওবা গোপনে ১৫২

প্রকাশ্য গুনাহের তওবা প্রকাশ্যে ১৫২

মন থেকে তওবা করার সুফল ১৫৪

অনুশোচনায় মুক্তি আর ঔদ্ধত্যে আজাব ১৫৬

হজরত মালেক ইবনে দিনারের তওবা ১৫৭

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ.-এর তওবা ১৬১

জীবন পরিবর্তনের এক আশ্চর্য ঘটনা ১৬৬

হতাশ হয়ো না! ১৭১

তওবা করার দায়িত্ব আমাদের-ক্ষমা করবেন আল্লাহ ১৭২

জমিনে ধসা অবস্থায়ও যদি কারুন তওবা করত! ১৭৩

কার ওপরে আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি পড়ে? ১৭৪

ভাঙা মনে আল্লাহ তায়ালায় রহমত বর্ষিত হয় ১৭৫

আল্লাহর দুয়ার আঁকড়ে ধরুন ১৭৬

কুকুরের উপদেশ-মালিকের দুয়ার ছাড়া যায় না ১৭৮

সবাই ঠকিয়েছে, আল্লাহর রহমতই হাত ধরেছে ১৭৯

রহমতের দুয়ার ছেড়ে কোথাও যাওয়া যায় না ১৮২

মাগফিরাতের এক লোমহর্ষক ঘটনা ১৮২

তথ্যসূত্র ১৮৬

গুনাহ ও তওবা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা

গুনাহ করলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء: ১৬]

‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে, তার জন্য থাকবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।’

গুনাহ বর্জন করতে আল্লাহ আদেশ করেছেন

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [أنعام: ১৫১]

‘(হে নবি) বলুন! এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন, তা পড়ে শোনাই। তা এই যে—তাঁর সঙ্গে শরিক কোরো না। পিতা মাতার

সঙ্গে সদয় ব্যবহার করো। সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না; আমি তোমাদের ও তাদেরকে রিজিক দান করি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না। আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করো না। তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা অনুধাবন করো।^২

সব গুনাহই হারাম ও নিষিদ্ধ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ [اعراف: ৩৩]

‘(হে নবি) আপনি বলুন! আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন; যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায়, আল্লাহর সঙ্গে এমন বস্তুকে অংশীদার করা; তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা; যা তোমরা জানো না।’^৩

গুনাহ ক্ষমা করা ও দয়া করা মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [انعام: ৫৫]

‘যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে, তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনি তাদেরকে বলে দিন—তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! তোমাদের

২ সূরা : আনআম, আয়াত : ১৫১

৩ সূরা : আরাফ, আয়াত : ৩৩

প্রতিপালক দয়া করা তার কর্তব্য বলে স্থির করেছেন।
তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ
করে, এরপর তওবা করে এবং শুধরে নেয়—তবে তো
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।^৪

গুনাহ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তওবা করা উচিত

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ
فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [نساء: ১৭]
‘আল্লাহ অবশ্যই সেসব লোকের তওবা কবুল করবেন,
যারা ভুলবশত মন্দকাজ করে এরপর দ্রুত তওবা করে।
এরাই তারা; যাদের তওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ
সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।’^৫

গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর নিজেকে শুধরে নেয়ার লাভ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَحِيمٌ [মালদে: ২৭]
‘সীমালঙ্ঘন করার পর যে তওবা করে ও নিজেকে শুধরে
নেয়, অবশ্যই আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ
তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’^৬

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [মর্জল: ২০]
‘আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’^৭

৪ সূরা : আনআম, আয়াত : ৫৪
৫ সূরা : নিসা, আয়াত : ১৭
৬ সূরা : মায়িদা, আয়াত : ৩৯
৭ সূরা : মুজ্জামিল, আয়াত : ২০

তওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেন

فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [বقره: ১৭২]

‘অতএব—তারা যদি (গুনাহ থেকে) বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’^৮

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [زمر: ৫২]

‘হে নবি! আপনি বলে দিন—হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’^৯

আল্লাহ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে দেবেন

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [আল عمران: ১২৭]

‘আসমানে ও জমিনে যা-কিছু আছে সব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’^{১০}

আল্লাহ অতিশয় তওবা গ্রহণকারী

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [বقره: ১৬০]

‘কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে

৮ সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৯২

৯ সূরা : জুমার, আয়াত : ৫৩

১০ সূরা : আলে-ইমরান, আয়াত : ১২৯

আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা—
যাদের তওবা আমি কবুল করি। আমি অতিশয় তওবা
গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।^{১১}

আল্লাহ অবশ্যই তওবা কবুল করবেন

وَأَخْرُوجُوا اعْتَرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ
أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [توبة: ১০২]
'আর অপর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার
করেছে, তারা এক সৎকর্মের সঙ্গে অন্য অসৎকর্মকে
মিলিয়েছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করবেন।
নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।^{১২}

আল্লাহ বান্দাদের তওবা ও দান কবুল করেন

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ
اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [توبة: ১০৬]
'তারা কী জানে না! আল্লাহ তো তার বান্দাদের তওবা
কবুল করেন এবং দান-সদকা গ্রহণ করেন? নিশ্চয়
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।^{১৩}

আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه: ৮২]
'আর আমি অবশ্যই ক্ষমাকারী তার জন্য—যে তওবা
করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত
হয়।^{১৪}

১১ সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৬০
১২ সূরা : তওবা, আয়াত : ১০২
১৩ সূরা : তওবা, আয়াত : ১০৪
১৪ সূরা : ত্বহা, আয়াত : ৮২

গুনাহ ও তওবা সম্পর্কে হাদিস শরিফের ঘোষণা

গুনাহে লিপ্ত অবস্থায় বান্দা ঈমানহারা হয়ে যায়

أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا فَعَلَ الْمَعْصِيَةَ ارْتَفَعَ عَنْهُ الْإِيمَانُ فَصَارَ عَلَى رَأْسِهِ
كَالظِّلَةِ فَإِذَا تَرَكَهُ عَادَ إِلَيْهِ. رَوَاهُ الْإِمَامُ الْحَالِكُمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ.
'বান্দা যখন গুনাহের কাজ করে, তখন তার থেকে ঈমান
শামিয়ানা ও চালের মতো ওপরে উঠে থাকে, যখন সে
তা ছেড়ে দেয়—তখন তার ঈমান তার কাছে পুনরায়
ফিরে আসে।'^{১৫}

তওবাকারীর কোনো গুনাহ থাকে না

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "التَّائِبُ
مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي بَابِ ذِكْرِ التَّوْبَةِ
'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু
থেকে বর্ণিত, নবি করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন—গুনাহ থেকে তওবাকারী যেন নিষ্পাপ, তার
কোনো গুনাহই নেই।'^{১৬}

১৫ মুসতাদরাকু হাকেম, হাদিস : ৫৬। বায়হাকি শরিফ, হাদিস : ৫৩৬৪

১৬ সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৪২৫০। মুজামুল কুবরা-তবরানি, হাদিস : ১০২৮১